উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ৯
সংখ্যা ১
জানুয়ারী - মার্চ ২০১০

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষ্যে গত ২১ ফেব্রুয়ারী পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ন্যায় বাংলাদেশেও মহান ২১ এর শহীদদের স্মরণে বিভিন্ন কর্মসূচী পালিত হয়। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ সকল ভাষাসৈনিকদের স্মরণে ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের উদ্যোগে গত ২১ ফেব্রুয়ারী সকাল ৭ টায় প্রভাতফেরী অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের উপাধ্যক্ষ হুমায়রা কবীর চৌধুরীসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ মাদারবাড়ীস্থ ঘাসফুল স্কুলের সম্মুখ থেকে ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের নিয়ে পদযাত্রা শুরু করেন এবং চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদীতে পুষ্পার্ঘ অর্পনের মধ্যে দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। ঘাসফুল, ইলমা ও ওয়াচের সমন্বয়ে গঠিত নেস্ট প্রকল্পের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হয়। নেস্ট প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত এনএফপিই স্কুলের শিক্ষার্থীরা চট্টগ্রাম (৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

মহান স্বাধীনতা দিবস ২০১০ উদযাপন

অতিথিদের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহন করছে ঘাসফুল শিক্ষার্থী মুনমুন আক্তার (ডানের ছবিতে)

গত ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ৩৯ তম বার্ষিকীতে সারাদেশব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে মহান স্বাধীনতা দিবস ২০১০ উদযাপিত হয়। দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চট্টগ্রাম এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে মার্চপাষ্ট ও ডিসপ্লে অনুষ্ঠিত হয়। ডিসপ্লের ছোট শাখায় ঘাসফুলের শিক্ষার্থীরা চমৎকার নৈপুন্য প্রদর্শন করে প্রতিযোগিতায় ২য় স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়। ঘাসফুল শিক্ষার্থীদের পক্ষ হতে পুরস্কার গ্রহন করে মুনমুন আক্তার। চট্টগ্রাম এর বিভাগীয় কমিশনার জনাব এ.এম.এন ছিদ্দিক প্রধান অতিথি ও জেলা প্রশাসক ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। ঘাসফুল শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী, শিক্ষিকাবৃন্দ সহ নেস্ট প্রকল্পের শিক্ষার্থী, (৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

নেস্ট প্রকল্প পরিদর্শন করলেন এমজেএফ এর নির্বাহী পরিচালক

প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে মতবিনিময় করছেন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক (মাঝে) শাহীন আনাম

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় পরিচালিত নেস্ট প্রকল্পের কর্মএলাকা কদমতলীর ঘাসফুল কৃষ্ণচূড়া উপানুষ্ঠানিক স্কুল পরিদর্শন করলেন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম। গত ২১ মার্চ ২০১০ তারিখে প্রকল্প পরিদর্শনকালে তিনি শিক্ষার্থীদের অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। এই সময় অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর সাবিহা মুসা, ঘাসফুলের (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

উদ্যোক্তা উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শীর্ষক প্রকল্পের সেমিনার সম্পন্ন

ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী জনাব রাজউদ্দিন আহমেদ রাজুকে নিজের উৎপাদনকৃত মাশরুম উপহার দিচ্ছেন ঘাসফুল পল্লীতথ্যকেন্দ্রের উপকারভোগী সদস্য নুরুন বেগম

বাংলাদেশ টেলিসেন্টার নেটওয়ার্ক (বিটিএন) এর উদ্যোগে ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় "বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর ব্যবসায়ী উদ্যোগের উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার" শীর্ষক প্রকল্পের সেমিনার গত ৯ ই মার্চ ২০১০ তারিখে ঢাকাস্থ চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। বাগেরহাট, যশোর, বগুড়া, নোয়াখালী জয়পুরহাট ও চট্টগ্রামসহ দেশের মোট ৬টি জেলা শহর হতে আগত টেলি সেন্টারের কর্মকর্তাবৃন্দ ও প্রকল্পের উপকারভোগী সদস্যগন উক্ত সেমিনারে যোগদান করে। বাংলাদেশ (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

মিডিয়া নাগরিক ফোরাম চট্টগ্রাম এর আহ্বায়ক কমিটি গঠন

সংবাদপত্র পাঠক, টিভি ও চলচ্চিত্র দর্শক শ্রোতাদের মতবিনিময়ের ফোরাম মিডিয়া নাগরিক ফোরামের উদ্যোগে ও উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের সহযোগিতায় গত ১৭ জানুয়ারী

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মিডিয়া নাগরিক ফোরামের আহ্বায়ক মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর

২০১০ তারিখে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুলের সহ সভাপতি ড. মনজুর - উল - আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে সঞ্চালক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও মিডিয়া নাগরিক ফোরামের আহ্বায়ক মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর। সেমিনারের শুরুতেই মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর মিডিয়া নাগরিক ফোরাম গঠনের প্রেক্ষাপট এবং এই বিষয়টির সাথে উদ্দিন আহম্মদ, ছগীর আহম্মদ, ফাহিম ফারুক, হাফিজুল ইসলাম নাসির প্রমুখ। উপস্থিত শ্রোতাদের প্রায় সকলেই চট্টগ্রামে এই ধরনের একটি ফোরাম গঠনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরীর স্বাগত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে শুরু হওয়া সেমিনারে উপস্থিত সকলের সম্মিলিত মতামতের ভিত্তিতে ড. মনজুর - উল - আমিন চৌধুরীকে আহ্বায়ক এবং অধ্যক্ষ আনোয়ারা আলম ও ডাঃ এস এম তারেক কে মিডিয়া নাগরিক ফোরাম চট্টগ্রামের যুগ্মআহ্বায়ক ঘোষণা করা হয়। মিডিয়া নাগরিক ফোরামের আহ্বায়ক মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর তাঁর

সেমিনারে দর্শক সারির একাংশে

নাগরিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্টতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে এই বিষয়ে সেমিনারে উপস্থিত শ্রোতাদের মতামত আহ্বান করেন। মুক্ত আলোচনা পর্বে বক্তব্য রাখেন আগ্রাবাদ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আনোয়ারা আলম, চট্টগ্রাম ক্লাবের সভাপতি ডাঃ এস এম তারেক, উন্নয়ন সংস্থা ইলমার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেসমিন সুলতানা পারু, চট্টগ্রাম চেম্বারের সদস্য সাহাব সমাপনী বক্তব্যে সেমিনার সফল করার জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি সেমিনারের সফল আয়োজনের জন্য ঘাসফুলকে ধন্যবাদ জানান। সাথে সাথে স্থায়ী কার্যালয় প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত ঘাসফুল প্রধান কার্যালয় মিডিয়া নাগরিক ফোরাম চট্টগ্রামের অস্থায়ী কার্যালয় এর দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি ঘাসফুল কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ করেন।

এইচআইভি / এইডস প্রতিরোধ

রিজি এপ্যারেলস এ ঘাসফুল পরিচালিত এলএসই কার্যক্রম পরিদর্শন ও শ্রমিকদের সাথে মতবিনিময় করছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাকে) পি . টি মিত্র।

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন গ্লোবাল ফান্ডের আর্থিক সহায়তায় সেভ দি চিলড্রেন (ইউএসএ) জিএফটিএম ৯১২ রাউন্ড ৬ এর ২য় পর্যায়ের কার্যক্রমের অংশ হিসাবে উন্নয়ন সংস্থা ইপসার সহযোগিতায় ঘাসফুলের উদ্যোগে মোট ১১৬ টি এলএসই (লাইফ স্কিল এডুকেশন) সেশন জানুয়ারী - মার্চ ২০১০ তারিখে নগরীর বিভিন্ন পোশাক কারখানায় অনুষ্ঠিত হয় এতে ২ হাজার ৩ শত ২০ জন জন গার্মেন্ট কর্মী অংশগ্রহন করে। স্পোর্টর্স ওয়্যার, ইউনিটি ফ্যাশন, এসএস সুইং ওয়্যার, অ্যালিয়েন্ট গার্মেন্ট, রিজি এপ্যারেলস, এমটিএস গার্মেন্ট, এ্যারো ফ্যাশন, ফ্যাশন ওয়্যার ও ইউরেনাস এপ্যারেল কারখানায় এইডস প্রতিরোধে উল্লেখিত এলএসই পরিচালিত হয়। এর পাশাপাশি এইডস বিষয়ক বিশেষ ভিডিও শো গার্মেন্ট কারখানার শ্রমিকদের আবাস স্থল সমূহে প্রদর্শিত হয়। ১৯৮ টি ভিডিও শোতে ৬ হাজার ৭ শত ৩১ জন পোশাক কারখানার শ্রমিক ও এলাকার জনগোষ্ঠী উপস্থিত ছিল।

এমজেএফ নির্বাহী পরিচালক

(১ম পৃষ্ঠার পর) প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শামছুন্নাহার রহমান পরাণ, স্থানীয় কদমতলী আলোসিঁড়ি ক্লাবের সভাপতি মোঃ শওকত আলী ও অর্থ সম্পাদক মোঃ নুরুল মোস্তফা, টেম্পু মালিক সমিতির সদস্য রিয়াজ আহমদ, গ্যারেজ মালিক ও প্রকল্পের আওতাভুক্ত শিশুদের অভিভাবক বৃন্দ সহ ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা ও নেস্ট প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ। মতবিনিময় পর্বে শাহীন আনাম বলেন সুন্দর সমাজ গঠন করার প্রত্যয়ে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের আত্মনির্ভরশীল করার জন্য সমাজের বিত্তশালী ও সচেতন ব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে হবে। তিনি শিশুদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত না করার জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উদ্যোক্তা উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

(১ম পৃষ্ঠার পর) টেলিসেন্টার নেটওয়ার্ক (বিটিএন) এর চীফ অপারেশন অফিসার (সিওও) মোঃ মাহমুদ হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক ও যোগাযোগ মন্ত্রী মোঃ রাজউদ্দিন আহম্মদ রাজু। ঘাসফুল উপকারভোগীদের তৈরীকৃত পণ্যসামগ্রী সেমিনার প্রাঙ্গণে ঘাসফুল স্টলে শোভাপায়। প্রধান অতিথি স্টল পরিদর্শন করতে গেলে ঘাসফুল উপকারভোগী সদস্য সুব্রত বড়ুয়া প্রধান অতিথিকে নিজের উৎপাদনকৃত মাশরুম প্রদান করেন। সুব্রত বড়ুয়া সহ সারাদেশ থেকে ৪ জন উপকারভোগী সদস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সমস্যা ও সম্ভবনা সমূহ তুলে ধরেন। ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্রের মোবাইল লেডি প্রকল্প পরিচালনায় নিজের অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে গ্রামীন তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর ভাগোন্নয়নে আরো ব্যাপক হারে তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক প্রকল্প প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সেমিনারের প্রধান অতিথি, দাতা সংস্থার প্রতিনিধি, বিটিএন কর্মকর্তা সহ উপস্থিত অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষন করে। সেমিনারে আরো গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) প্রতিনিধি ইঞ্জিনিয়ার ফারুখ ইউসুপ, বাংলাদেশ টেলিসেন্টার নেটওয়ার্ক (বিটিএন) এর সাধারণ সম্পাদক শহিদউদ্দিন আকবর, ডি.নেট এর নির্বাহী পরিচালক অনন্য রায়হান প্রমুখ।

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্রের মোবাইল লেডি মিলকিন আক্তার

ঘাসফুল বার্তা
বর্ষ ৯, সংখ্যা ১, জানুয়ারী - মার্চ ২০১০

সম্পাদকীয়

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা - এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা ও বর্তমান বাস্তবতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালীন সময়ে স্বাধীনতা লাভকারী তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র এবং শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, নারী-পুরুষ বৈষম্য, স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিস্কাশন, বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহারে অসচেতনতা সহ আরো বেশ কিছু মৌলিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে তারা যথাযথভাবে অবগত নন। তাই এই বিশ্বকে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, নারী - পুরুষ বৈষম্য রোধ ও ঘাতক ব্যাধি সমূহ হতে রক্ষা করার জন্য ২০০০ সালে জাতিসংঘের ১৮৯ টি দেশের প্রতিনিধিগণ মিলিত হন সহস্রাব্দ সম্মেলনে। যেখানে তাঁরা উপরোক্ত সমস্যাসমূহ থেকে উত্তরণের জন্য ৮ টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন। এই আটটি লক্ষ্যমাত্রা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা (মিলেনিয়াম ডেভেলাপমেন্ট গোল - এমডিজি) নামে পরিচিত। লক্ষ্যমাত্রা সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য সীমা অর্ধেক নামিয়ে আনা, শিশু মৃত্যুর হার দুই তৃতীয়াংশ - কমিয়ে আনা, মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর হার তিন - চর্তুতাংশ কমিয়ে আনা, নিরাপদ খাবার পানি ও মৌলিক স্যানিটেশন ৫০ % নিশ্চিত করা, এইডস ও ম্যালেরিয়ার মত মহামারীগুলোর প্রতিকার নিশ্চিত করা এবং শতভাগ জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা। এখানে উল্লেখ করার মত ব্যাপার বটে এমডিজির অন্যান্য লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেখানে ৫০ ভাগ অথবা ৭৫ ভাগের কথা বলা হয়েছে সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে শতভাগের কথা বলা হয়েছে। তাই বাংলাদেশ সরকারও প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার বলে ঘোষণা দেয় এবং লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহন করে। সরকারের এই কার্যক্রমে যথাযথ ভাবে সহযোগিতা করছে দাতা সংস্থা, এনজিও, বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোগ যা ইতিমধ্যেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে প্রশংসিত হয়েছে। অতি সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার হার ৫৮% এই বাস্তবতায় দাড়িয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ এর চূড়ান্ত খসড়ায় ২০১২ সালের মধ্যেই দেশের শতভাগ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনার প্রত্যয় পূর্নব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সরকার ঘোষিত নীতিমালায় ঝড়ে পড়া শিশুর যে হার উল্লেখ করা হয়েছে তা সত্যিই উদ্বেগ জনক। দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তিকৃত মোট শিক্ষার্থীর ৪০ ভাগ ৫ম শ্রেনীর আগেই ঝড়ে পড়ার যে প্রবণতা তা রোধ করার উদ্যোগ নিতে হবে। এই ঝরে পড়া রোধ করতে হলে প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষা বিতরণের পাশাপাশি শিশুদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান। এবং শিক্ষার্থীদের অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্টদের স্কুল পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত করে অতিদরিদ্র শিশু ও অভিভাবকদের কারিগরী শিক্ষা ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়ন। চসিক এলাকায় মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় পরিচালিত ঘাসফুল নেস্ট প্রকল্পের শিশু শিক্ষার্থীদের এনএফপিই শিক্ষা বিতরণের সাথে সাথে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান ও শিশুদের অভিভাবকদের উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে যে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তা কর্মএলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার হার কাংখিত পর্যায়ে বৃদ্ধি করতে পারবে বলে আমরা আশা করতে পারি। পৃথিবী দ্রুত এগিয়ে চলছে। পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশকে এগিয়ে নিতে হলে প্রাথমিক শিক্ষার হার শতভাগে উন্নীত করার কোন বিকল্প নেই। মাতৃমৃত্যু - শিশু মৃত্যুর হার কমানো, স্যানিটেশন সহ বিভিন্ন সচেতনতা মূলক বিষয়ে বাংলাদেশ দক্ষিন এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় এগিয়ে। তদুপরি আর্থ - সামাজিক ভাবে অনুন্নত হয়ে থাকার অন্যতম প্রধান কারন শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা আজও আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছি। দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষার গড় হার ৯০ ভাগ যা পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর শিক্ষার হারের সমপর্যায় হতে চলছে। আর বিপরীতে আমরা আমাদের শিক্ষার হারকে এখনো পাশ্ববর্তী দেশ ভারত ও শ্রীলংকার পর্যায়ে উন্নীত করতে পারিনি। সময় ক্ষেপন করার কোন সুযোগ নেই। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আর্থ-সামাজিক ভাবে সমৃদ্ধশালী দেশ উপহার দিতে হলে এমডিজির লক্ষ্য মাত্রা পূরণে সরকারী - বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি উদ্যোগ এবং এনজিও সমূহের যৌথ উদ্যোগে এখনই কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

০৮ মার্চ ২০১০ আন্তজাতিক নারী দিবস শতবর্ষ পুর্তি উৎসব

প্রতিবছরই ০৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস বিশ্বব্যাপী উদ্‌যাপিত হয়। বাংলাদেশেও যথাযথভাবে এই দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। এ বছর নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল- "নারী - পুরুষের সমসুযোগ, সম-অধিকার দিন বদলের অগ্রযাত্রায় উন্নয়নের অঙ্গীকার"। শতবর্ষ পুর্তি উৎসবে এবারের নারী দিবস উদযাপন এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে।

১৮৫৭ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে সুঁই কারখানার নারী শ্রমিকেরা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রথম আন্দোলনে নেমেছিলেন। এই নারী শ্রমিকেরাই ১৮৬০ সালে নারীদের জন্য শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। এরপর ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত সাম্যবাদী নারীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে ঘোষণার প্রস্তাব রাখেন জার্মান নেত্রী ক্লারা জেৎকিন। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ ঘোষণার পর থেকে সারা বিশ্বব্যাপী ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। আমরা জানি সমাজ নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে গঠিত। কিন্তু অধিকার ও মর্যাদা পাওয়ার ক্ষেত্রে নারীরা পিছিয়ে রয়েছে। এখনো দারিদ্রের আঘাত নারীকে পীড়িত করে বেশি, নিজস্ব উপার্জন ব্যবহারে পোহাতে হয় নানা বাধা, সামর্থ্য অর্জনের পথ কন্টকাকীর্ণ এবং সুযোগের ক্ষেত্র সীমিত। এর ফলে দেশের অধিকাংশ নারী অধিকার বঞ্চনার পাশাপাশি ভোগান্তির সাথে দিন কাটাতে বাধ্য হয় । যা একদিকে মানবাধিকারের লংঘন, অন্যদিকে উন্নয়নের সম্ভাবনা ব্যাহতকরণ। বৈষম্য কেবল বঞ্চনা তৈরী করে না , ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি করে। সবলের দ্বারা দুর্বলের উপর প্রভাব খাটানো বা স্বার্থরক্ষার জন্য অত্যাচার করার প্রক্রিয়া আবহমান কাল থেকে হয়ে আসছে। এ অত্যাচার থেকেই সূত্রপাত হয়েছে নির্যাতনের। এই বৈষম্যপূর্ণ সমাজের মাঝে নারীরা যেন অন্ধকার ও কুয়াশাচ্ছন্ন ঝড়ের কবলে পড়া হতভাগ্য যাত্রী--- যাদের হাবুডুবু খেতে খেতে পথ চলা। নারীদের সকল ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন এসব অধিকার নিয়ে কথা বলা হয়, তত্ত্ব আবিস্কৃত হয় কিন্তু সেসব চিন্তা বাস্তবতার মুখ দেখে না। আমরা নারীমুক্তির বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারি কিন্তু তা বাস্তবায়নে কিংবা নিজের জীবনে প্রতিফলন করতে প্রস্তুত নই। পারিবারিক বেড়াজাল এবং নিরাপত্তাহীনতার করাল গ্রাসে নারী আজ নিগৃহীত। নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশে উৎপাদনশীল খাতে আরো বেশী বেশী নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে না পারলে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা মরিচীকা হয়েই থাকবে। বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরাঞ্চলে নারী-পুরুষের কর্মসংস্থান পরিস্থিতির যে চিত্রটি আমাদের সামনে তুলে ধরে সেটা হল, শ্রমের ক্ষেত্রে লৈঙ্গিক বিভাজন বিরাজ করছেই। গ্রাম ও শহরের স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে যে দিকেই দেখিনা কেন, নারীদের কর্মসংস্থানের অবস্থা পুরুষের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গড়-পরতা নারীর কর্ম-ঘন্টা --- গ্রাম ও শহর সব ক্ষেত্রেই পুরুষদের তুলনায় অনেক কম। এর কারণ নারীরা যে অবৈতনিক শ্রম দান করছে তার কোন স্বীকৃতি নেই। এক সমীক্ষয় দেখা যায়, শ্রমশক্তি হিসাবে নারীর অংশগ্রহণ ২০০৫-২০০৬ সালে ২৯.২% উন্নীত হয়েছে যা ২০০২-২০০৩ সালে ছিল ২৬.১% এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে ছিল ২৩.৯%। এই নারী শ্রমজীবিদের বেশীরভাগই বিনা মজুরীতে গৃহ শ্রমিক হিসাবে কাজ করে থাকে। ১০% পুরুষ শ্রমিকের বিপরীতে প্রায় ৬০% মহিলা গৃহকর্মী কোন মজুরী ছাড়া কাজ করছে। আবার কোন ধরনের মজুরী ছাড়া প্রায় ৬৮% শতাংশ মহিলা কৃষিতে (৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

নারী দিবসের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন নারী নেত্রী শামছুন্নাহার রহমান পরাগ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ও জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে র‍্যালী ও আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত ৮ জুন ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রামে কর্মরত এনজিও সমূহের সহযোগিতায় পরিচালিত র‍্যালীর শুভ উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য বেগম ছেমন আরা তৈয়ব। সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারী, বিভিন্ন পেশাজীবি পরিষদের সদস্য ও মহিলা নেতৃবৃন্দ, এনজিওকর্মী সহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দের অংশগ্রহনে ব্যান্ড বাদক দল শিল্পকলা একাডেমী থেকে র‍্যালী শুরু করে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে গিয়ে র‍্যালীর সমাপ্তি করে। র‍্যালী শেষে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

জাতীয় শিশু দিবস' ২০১০ উদযাপন

জাতীয় শিশু দিবস ২০১০ পালন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী চট্টগ্রামের উদ্যোগে র‍্যালী, আলোচনা সভা, রচনা, গল্পবলা, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দিনের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল পবিত্র কোরান খতম ও মিলাদ মাহফিল, শিশু সমাবেশ, র‍্যালী, প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শিল্পকলা একাডেমী হতে শিশু একাডেমী পর্যন্ত পরিচালিত বর্ণাঢ্য র‍্যালীতে ঘাসফুল শিক্ষা বিভাগ ও নেস্ট প্রকল্পের কর্মকর্তা ও এনএফপিই স্কুলের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহন করে। চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ জাকের হোসাইন এর সভাপতিত্বে একাডেমীর ভ্যালিশ মুক্তমঞ্চে আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের মাননীয় বিভাগীয় কমিশনার জনাব এম.এ.এন ছিদ্দিক।

যক্ষা দিবস পালিত

" নব কৌশলে কাজ করি, যক্ষামুক্ত দেশ গড়ি" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় চট্টগ্রাম জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের উদ্যোগে গত ২৪ মার্চ তারিখে " যক্ষা দিবস ২০১০" পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত র‍্যালী জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয় হতে শুরু হয়ে থিয়েটার ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে শেষ হয়ে টিআইসি সেমিনার কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সহকারী ও ধাত্রীগন র‍্যালী ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহন করেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

(৩য় পৃষ্ঠার পর) নিয়োজিত। (সূত্র- দারিদ্র হ্রাসকরণে দ্বিতীয় PRSP অগ্রগতি রিপোর্ট) কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একটি বড় মাপের জেন্ডার সমস্যা হল, সরকারী এবং ব্যক্তি খাতের শ্রম বাজারের জন্য নারীদেরকে পাওয়া যায়না কারণ ঐ পর্যায়ে পৌঁছাবার জন্য বর্তমান সামাজিক প্রক্রিয়া নারীর জন্য খুব বেশী সহায়ক নয়। এসকল ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের সমকক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ অতীব জরুরী। এছাড়া নারীরা যাতে শ্রমবাজারে পুরুষের সাথে সমানভাবে প্রতিযোগিতা করতে পারে সেজন্য তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরী করা দরকার। সরকার ঘোষিত ভিশন পেপার ২০৩০ ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক মূল স্রোতধারায় পুরুষের মত নারীরাও সমান প্রবেশাধিকার ও সুযোগ লাভ করবে। তবে তা অর্জনের জন্য পাড়ি দিতে হবে কন্টকাকীর্ণ দীর্ঘ পথ। বাংলাদেশ Health and Injury Survey ২০০৪ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বেশীরভাগ বিবাহিত পুরুষরাই তাদের স্ত্রীদের শারিরীক নির্যাতন করা ন্যায্য মনে করে। এই সাদামাটা তথ্যটি সমাজে নারীরা কি অবস্থায় রয়েছে এবং নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি কি সে বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলে। পারিবারিক সহিংসতাকে এখনো পর্যন্ত ব্যক্তিগত বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয় এবং এ ধরনের সহিংসতার বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা হয়নি। নারী দিবসের শতবর্ষ পুর্তি উৎসবে এবারের নির্ধারিত প্রতিপাদ্য বিষয়ের সফল বাস্তবায়নে কতিপয় সুপারিশ : নারীদের প্রতি ঘরে, কর্মক্ষেত্রে এবং অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে সম্মান প্রদর্শন করার জন্যে সর্বসাধারনের মানসিকতায় পরিবর্তন প্রয়োজন, সহিংসতা সবসময়ই মানবাধিকারের লংঘন হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত এবং অতএব, এটা একটি দন্ডনীয় অপরাধ। প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদে নারীর অভিগম্যতা বৃদ্ধি ও অংশীদারিত্ব , মালিকানা নিশ্চিতকরন। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরী করা যাতে করে সকল নারী পুরুষ উভয়েরই বিদ্যমান বৈষম্য পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটানো যায় এবং দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য জ্ঞানগত/ধারনাগত পার্থক্যগুলোকে কমিয়ে আনা যায় । অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের অনগ্রসর অংশের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা একটি বড় রকমের চ্যালেঞ্জ এবং সামগ্রিকভাবে নারীদের প্রতি এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করা দরকার। সকল ধরনের নীতি ও কর্মসূচী বিশ্লেষনের কেন্দ্রীয় বিষয় হতে হবে নারী ও পুরুষের মধ্যে অসমতা দূরীকরনের প্রসঙ্গসমূহ। এই বিশ্লেষনই সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জেন্ডার অসমতা দূরীকরনের পথ দেখাবে এবং এমন একটি সমাজ বিনির্মানে সহায়তা করবে যেখানে নারী ও পুরুষ, ছেলে ও মেয়ে, সকলেই তাদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়নের সুফল লাভ করতে পারবে।

(তথ্যসূত্র:- জেন্ডার শব্দকোষ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়। Vission Paper ২০৩০ ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১) লেখক - আনজুমান বানু লিমা - lima@ghashful-bd.org

ঘাসফুল এনএফপিই সংবাদ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে ঘাসফুলের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত এনএফপিই স্কুলের শিক্ষিকাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ গত ২২-২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ৪ দিন ব্যাপী পরিচালিত প্রশিক্ষণে পাঠদানের পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের সহজতর উপায় সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, সেভিংস ও স্কুল ফি এবং পাঠ পরিকল্পনা নিয়ে ঘাসফুল শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা, শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের সমন্বয় সভা গত ৬-১০ মার্চ ৫ টি এনএফপিই কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। নেস্ট প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত এনএফপিই স্কুল সমূহের প্রথম শ্রেনীর সমাপনী পরীক্ষা গত ২৪ - ৩০ মার্চ ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডের ৩০ টি কেন্দ্রে ১৮০০ শিক্ষার্থী উক্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহন করে।

সবিতা মল্লিকের পুর্নবাসন

চট্টগ্রামের মধ্যমহালিশহর এলাকার ১ নং সাইট হিন্দু পাড়া নামে খ্যাত এলাকায় প্রায় হাজার দশেক সনাতন ধর্মীয় জনগোষ্ঠী বসবাস করে। চট্টগ্রামের বন্দরের অতি সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ায় এই এলাকার জনগোষ্ঠিকে প্রায়ই প্রাকৃতিক দূর্যোগের মুখোমুখি হতে হয়। ফলে নগরীর অন্যান্য এলাকার মত ৩৮ নং ওয়ার্ডের ১ নং সাইট এলাকায় সুউচ্চ দালান এখনো খুব একটা গড়ে উঠেনি। দিনমজুর, ক্ষুদে ব্যবসায়ী ও স্বল্প বেতনের চাকুরিজীবিরা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এসে এই এলাকায় বসবাস করে। সবিতা মল্লিক নামে ষাটর্ধো বয়সের এক রমণী আজ প্রায় ১০ বছর ধরে স্বামী অমল মল্লিক সহ ৩ মেয়ে ও ১ ছেলেকে নিয়ে বসবাস করে আসছে। এলাকায় মুড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য সবিতার এক ধরনের সুখ্যাতি রয়েছে। মুড়ির ব্যবসা ব্যতীতও স্বামীর মুদির দোকানের পুঁজি সরবরাহ, অতি অল্প সময়ের মধ্যে ২ বিবাহ যোগ্য কন্যাকে বিয়ে দেওয়া, ছেলেকে অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত পড়ালেখা শিখিয়ে দর্জির কাজ শিখানো সহ আরো অনেক সাফল্য সবিতা নিজের ঝুলিতে জমা করেছে। পিকেএসএফর উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা ঘাসফুলের ৫ নং মাদারবাড়ি শাখার ৯ নং সমিতির সদস্য সবিতা মল্লিক ২০০৩ সালে ঘাসফুল সমিতির সদস্য হয়। সবিতা মল্লিকের শ্বশুর বাড়ি ও পৈত্রিক নিবাস পটিয়া উপজেলায় হলেও শ্বশুর নিপাড়ন মল্লিকের সূত্রে বিয়ের পর থেকে চট্টগ্রামের পাথরঘাটা এলাকায় বসবাস করত। হাজারীগলিতে নিপাড়ন বাবুর বিশালকায় মুদির দোকান ছিল। নিপাড়ন বাবুর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁর ৫ ছেলে একান্নবর্তী পরিবারের বসবাস করত কিন্তু মৃত্যুর পর পরই এই পরিবারটি যৌথ পরিবার প্রথা থেকে বের হয়ে একক পরিবার প্রথায় বসবাস করতে শুরু করে। বিক্রি করে দেয় বাপ-দাদার ঐতিহ্যবাহী হাজারী গলির দোকানটি। সবিতার স্বামী অমল চট্টগ্রামের পাথর ঘাটার মাছের বাজারের পাশে ছোট আকারের একটি মুদির দোকান দেয়। এর মধ্যে সবিতার কোল জুড়ে আসে ৩ মেয়ে ও ১ ছেলে সন্তান ফলে সংসারের খরচ দিন দিন বাড়তেই থাকে। তার উপর দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি তো রয়েছেই। খরচ কুলিয়ে উঠতে না পেরে অনেকটা বাধ্য হয়েই সবিতা সন্তানদের নিয়ে আবার পটিয়ায় শ্বশুরের ভিটায় ফিরে যায়। চাষাবাদের পর্যাপ্ত জমি না থাকায় সেখানেও এই পরিবারটি স্বচ্ছলতার দেখা পায়নি। সবিতা মনে মনে ঠিক করলো নিজেও এবার স্বামীর ব্যবসার সহযোগি হবে। এই চিন্তা থেকে ২০০২ সালে সবিতা আবার শহরে ফিরে এই এলাকায় বসবাস করতে শুরু করে। এরই মধ্যে সবিতার স্বামীও পাথর ঘাটা থেকে দোকান বিক্রি করে নিশ্চিন্ত পাড়ায় একটি ছোট আকারের মুদির দোকান দেয়। চাহিদা থাকা সত্বেও শুধু পুজির অভাবে দোকানে মালপত্র খুব একটা তুলতে পারছিলনা। সহযোগিতা নেওয়ার জন্য হাতের হাতের পাঁচ ছিল ঘাসফুল। সবিতা ২০০৩ সালে ঘাসফুল হতে ৭ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে। এরপর ধারাবাহিক ভাবে সবিতা মল্লিক ৮ দফায় ২ লক্ষ ২ হাজার টাকা ঋণ সহায়তা গ্রহন করে। ঋণের টাকায় সবিতা ১ নং সাইট এলাকার হিন্দু পাড়া ছাড়াও নিশ্চিন্ত পাড়া, নয়া পাড়ায় মুদির দোকান স্থাপনের পাশাপাশি নিজ ঘরে মুড়ি উৎপাদন করে এলাকায় বিক্রি করা থেকে শুরু করে রাস্তার পাশে বসে মৌসুমী ফল ও শাক সবজী বিক্রির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছে। এতে সবিতার পরিবারে যেমনি আর্থিক স্বচ্ছলতা এসেছে তেমনি সবিতার অনুকরণে এলাকার আরো অনেক নারী অনুপ্রানিত হয়েছে নিজের ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠায়। সবিতার জীবনের এই প্রতিচ্ছবি যেন অবহমান বাংলার ভেঙ্গে যাওয়া যৌথ পরিবারপ্রথার কারণে সৃষ্ট দারিদ্রে বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক প্রতিচ্ছবি। যে সংগ্রামে সবিতার সহযাত্রী ছিল ঘাসফুলের সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম। গত দশ বছরের জীবন সংগ্রামে সফলতার জন্য সবিতার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে সে সর্বপ্রথম ইশ্বরকে ধন্যবাদ তার পর ধন্যবাদ জানায় ঘাসফুলের এই সমিতির স্থানটিকে। যেখান থেকে যাত্রা শুরু করে সে কুড়িয়ে নিয়েছে জীবনের বেশ কিছু সফলতার গল্প। নিজের পুর্নবাসনের গল্প।

আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখার পাশাপাশি ঘাসফুল সমিতিতেও সবিতার সক্রিয় পদচারণা

তথ্য সংগ্রহ - নাজমুল হোসেন পাটোয়ারী,

ঘাসফুল বাৎসরিক বনভোজন ২০১০

ঘাসফুল কর্মকর্তাদের বাৎসরিক বনভোজন ২০১০ গত ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১০ তারিখে দেশের বিভিন্ন জেলায় পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় স্থান সমূহে অনুষ্ঠিত হয় । ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়, মাদারবাড়ী ১, পতেঙ্গা, বহদ্দারহাট, চাদগাঁও, অক্সিজেন শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগ, ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুল ও নেস্ট প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ শুভলং সহ রাঙ্গামাটির দর্শনীয় স্থান সমূহ ভ্রমন করেন। ঘাসফুল মাদারবাড়ী ২, ৩, ৫ ও ৬ নং শাখা, মধ্যম হালিশহর, পটিয়া সদর, কালারপোল, আনোয়ারা ও নজুমিয়া হাট শাখা এবং পটিয়ার ঘাসফুল গ্রামীন শিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ সৈকত নগরী কক্সবাজারের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করেন। মাদারবাড়ী ৪ নং শাখা বাঁশখালী ইকো পার্ক, সরকার হাট শাখা পারকীর চর - আনোয়ারা ওয়ান্ডার গার্ডেন- পতেঙ্গা সী বীচ, চৌধুরী হাট শাখা কাপ্তাই - চন্দ্রঘোনা, হাটহাজারী সদর শাখা ও ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্র সীতাকুন্ড ইকো পার্ক - পতেঙ্গা সী বীচ, ঢাকা উত্তরা ও কুমিল্লা শাখা আতলীয়া ফ্যানটাসী কিংডম, ফেনী শাখা পারকীর চর এবং নওগাঁ ও নিয়ামতপুর শাখা বগুড়ার মহাস্থান গড়ের ঐতিহাসিক নিদর্শন ও নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করেন।

ত্রৈমাসিক ধাত্রী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন ঘাসফুলের মেডিকেল অফিসার ডাঃ ডালিয়া পাল

ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে ত্রৈমাসিক ধাত্রী কর্মশালা গত ৩১ মার্চ ২০১০ তারিখে চট্টগ্রামের মাদারবাড়ীস্থ ঘাসফুল সোশ্যাল ডেভেলাপমেন্ট কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত। কর্মশালায় ধাত্রীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান বিষয়ক আলোচনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শামছুন্নাহার রহমান পরাণ, সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা ও ঘাসফুলের মেডিকেল অফিসার ডাঃ ডালিয়া পাল। সভায় বক্তারা ধাত্রীদের উদ্দেশ্যে নিরাপদ প্রসব, পরিবার পরিকল্পনা, ইপিআই, সাধারণ চিকিৎসা সহ আরো অন্যান্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান ও সেবা প্রদানের উপায় সমূহ নিয়ে ধাত্রীদের সাথে আলোচনা করেন। সভায় ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের ধাত্রী ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ডিএফআইডি আয়োজিত "এক্সপান্ডিং ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস উইথ নিউ টেকনোলোজী" বিষয়ক প্রশিক্ষণ গত ২৬ জানুয়ারী ২০১০ তারিখে রাজধানী ঢাকার প্যানপ্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত হয়। দিন ব্যাপী পরিচালিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী।

ইউএসএইড, কোর গ্রুপ, সেভ দি চিলড্রেন ও কেয়ার বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত " প্যানডামিক ইনফ্লুয়েঞ্জা কনফারেন্স - টুডে এন্ড টুমরো গত ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারী রাজধানী ঢাকার প্যানপ্যাসিফিক সোনারগাঁও অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় ঘাসফুলের অংশগ্রহনকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মনিটরিং অফিসার জহিরুল আহসান সুমন।

গ্রান্ট ম্যানেজম্যান্ট সলিউশান আয়োজিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ সৈকত নগরী কক্সবাজারের হোটেল সি প্যালেসে অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ - ২৭ জানুয়ারী ২০১০ তারিখে ৫ দিন ব্যাপী পরিচালিত উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারী হিসাবে অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা শিপ্রা বড়ুয়া।

ঘাসফুলে প্রশিক্ষণ

ঘাসফুল নেস্ট প্রকল্পের আওতায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া কর্মজীবি শিশুদের অভিভাবকদেরকে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে নেস্ট প্রকল্পের উদ্যোগে "ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ গত ২১ ও ২২ মার্চ ঘাসফুল ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। ২ দিন ব্যাপী পরিচালিত প্রশিক্ষণে ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহন করেন। প্রশিক্ষনের প্রথম দিনে প্রশিক্ষনার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন এমজেএফ নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম এবং প্রশিক্ষণে সহায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল ও ঘাসফুল ট্রেনিং বিভাগের ব্যবস্থপক আবু করিম ছামি।

সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক কর্মশালা সম্পন্ন

ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ১৬ জানুয়ারী ২০১০ তারিখে মাদারবাড়ী ২ ও ৫ নং শাখা এবং কাট্টলী শাখার ত্রৈমাসিক কর্মশালা সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাদের অংশগ্রহনে অনুষ্ঠিত হয়। খেলাপী আদায় পরিকল্পনা, (জুলাই - ডিসেম্বর ২০০৯) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন / ব্যর্থতা এবং শাখা অফিস সমূহ ও মাঠ ব্যবস্থপনায় সৃষ্ট সমস্যা - সমাধানের কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়। দিনব্যাপী পরিচালিত কর্মশালায় অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক তাজুল ইসলাম।

পিকেএসএফ আয়োজিত প্রশিক্ষণ সমূহে ঘাসফুলের অংশগ্রহন

সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গত ৩১ জানুয়ারী - ৪ ফেব্রুয়ারী ২০১০ তারিখে পিকেএসএফ এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ৫ দিন ব্যাপী পরিচালিত প্রশিক্ষণে ঘাসফুলের অংশগ্রহনকারী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল মাদারবাড়ী ৬ নং শাখার ব্যবস্থাপক তারেক আহম্মদ ও নজুমিয়া হাট শাখার ব্যবস্থাপক শফিকুল ইসলাম।

আর্থিক ও হিসাব ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গত ২৩ - ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১০ পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল হিসাব রক্ষণ বিভাগের ব্যবস্থাপক মোস্তফা জামাল উদ্দিন ৩ দিন ব্যাপী পরিচালিত উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন।

গত ৭ - ১১ মার্চ TOT প্রশিক্ষণ পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক তাজুল ইসলাম ও তাইম উল আলম উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন।

পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ ভবনে অনুষ্ঠিত হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন ঘাসফুল অক্সিজেন শাখার হিসাবরক্ষক জামশেদুর রহমান ও ফেনী শাখার সিরাজুল ইসলাম।

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম

এক নজরে গত তিন মাসের (জানুয়ারী - মার্চ ২০১০) ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম সমূহ -

সেবার খাত	সেবার পরিমাণ
ক্লিনিকাল সেবা	১৯১০ জন রোগীকে ২৩ টি স্থায়ী ক্লিনিক সেশন এবং ৩৮ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক সেশন এর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।
টিকা দান কর্মসূচী (ইপিআই)	মোট টিকা গ্রহনকারীর সংখ্যা ৬৭০ জন। এর মধ্যে মহিলা গ্রহীতার সংখ্যা ২১৬ জন এবং শিশু গ্রহীতার সংখ্যা ৪৫৪ জন।
পরিবার পরিকল্পনা	মোট সেবা গ্রহীতার সংখ্যা ২৪৬৯ জন। এদের মধ্যে ৩৬৬ জন ইনজেকশন, কপাটি ৭ জন, লাইগেশন ৭ জন (রেফারেল) কনডম ৪২৯ জন, পিল ১৬৬০ জন ।
নিরাপদ প্রসব	ঘাসফুলে কর্মরত ১৫ জন প্রশিক্ষিত ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে ২০০ জন নবজাতক নিরাপদে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখেছে। তার মধ্যে ১০৫ জন ছেলে শিশু এবং বাকী ৯৫ জন মেয়ে শিশু।
গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা	কর্মএলাকার ৩৪ টি গার্মেন্টস এর মোট ৬৬১৪ জন শ্রমিককে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

এক নজরে ঘাসফুল সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম

১৯৯৭ সাল হতে ৩০ মার্চ ২০১০

খাতের নাম	সদস্য	ঋণী সদস্য	সঞ্চয় স্থিতি (টাকা)	ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ(টাকা)	ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ আদায় (টাকা)	ঋণ স্থিতি (টাকা)
নগর ক্ষুদ্র ঋণ	১৯৬৬২	১৪৮৩৯	৯২৯০৩৭৫২	১৪০২৯৫৫০০০	১২৭৫৮৫৩৪০৮	১২৭১০১৫৯২
গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ	১১৩৪২	৮৮৬৪	২৩১৩৭৩৭৯	৩৩৮২৪৭০০০	২৭৭৬১২৫৩৭	৬০৬৩৪৪৬৩
ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ	১৮৩৬	১৬১৯	৩৩৪৭৭০২৮	৩১১১৯৫০০০	২৫৮৪৫৮৬৮৭	৫২৭৩৬৩১৩
দৈনিক ঋণ	২৫২৮	১৬৫২	১৩৭৫৫৫৭	১৩৯২৬৫৪০০	১২৪৩৫৮০৮০	১৪৯০৭৩২০
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ	৪০	১৪০		৪৯৯০০০০	৪৯১১৪০৩	৭৮৫৯৭
অতি দরিদ্র ঋণ	১৯৩	১৬৬	১৩২৬৫০	২২১৩০০০	১৮০৬৩২৪	৪০৬৬৭৬
কৃষি ঋণ	১৫১	১১৭	২৬২৮১৩	৩১৮৪০০০	১২৭১০৮৫	১৯১২৯১৫
সর্বমোট	৩৫৭১২	২৭২৫৭	১৫১২৮৯১৭৯	২২০২০৪৯৪০০	১৯৪৪২৭১৫২৪	২৫৭৭৭৭৮৭৬

২০০৫ সাল এর ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২০১০ সালের ৩০ মার্চ পর্যন্ত ঘাসফুল কর্তৃক গৃহীত পিকেএসএফ ঋণের পরিমাণ, পরিশোধ এবং ঋণ স্থিতি

খাতের নাম	ঋণ গ্রহন (টাকায়)	ঋণ পরিশোধ (টাকায়)	ঋণ স্থিতি (টাকায়)
গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ	৫১৬০০০০০	১৯২৬০০০০	৩২৩৪০০০০
নগর ক্ষুদ্র ঋণ	১১০০০০০০০	৪২৭০০০০০	৬৭৩০০০০০
ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ	৭২০০০০০০	২৭৫৬০০০০	৪৪৪৪০০০০
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ	৪০০০০০০	৪০০০০০০	০
অতি দরিদ্র ঋণ	১০০০০০০	৬৬৬৬৬৬	৩৩৩৩৩৪
কৃষি ঋণ	২৫০০০০০	১০০০০০০	১৫০০০০০
সর্ব মোট	২৪১১০০০০০	৯৫১৮৬৬৬৬	১৪৫৯১৩৩৩৪

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

(১ম পৃষ্ঠার পর) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারসহ পোস্তারপাড় বালক বিদ্যালয় শহীদ মিনার, কর্মাস কলেজ শহীদ মিনার, ইসলামিয়া কলেজ শহীদ মিনার, আগ্রাবাদ তালেবিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শহীদ মিনার, বারিকমিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় শহীদ মিনার, ওমরগণি এমইএস কলেজ শহীদ মিনার, সিআরবি শহীদ মিনার, চাদগাঁও থানা সংলগ্ন শহীদ মিনার, চট্টগ্রাম কর্মাশিয়াল কলেজ শহীদ মিনার, রৌফাবাদ সেনানিবাস শহীদ মিনার, চট্টগ্রাম পলিটেকনিক কলেজ শহীদ মিনার, গুলকবহর জিনিয়া স্কুল শহীদ মিনার, উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড কার্যালয় শহীদ মিনার, ওয়ার্লেস বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় শহীদ মিনার এবং পাহাড়তলী নিউ শহীদ লেইন রেলওয়ে প্রাইমারী স্কুল, পুলিশ বিট ও শাহজাহান মাঠ শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে মহান ২১শের শহীদদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

মহান স্বাধীনতা দিবস ২০১০ উদযাপন

(১ম পৃষ্ঠার পর) এডভোকেটর ও কর্মকর্তাবৃন্দ জেলা প্রশাসনের কেন্দ্রীয় আয়োজনে অংশগ্রহন করেন। পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়েও স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন করা হয়। ঘাসফুল এডোলোসেন্ট সেন্টারের উদ্যোগে গত ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২৯ ও ৩০ নং ওয়ার্ডে কিশোর-কিশোরী এবং তাদের অভিভাবকদের নিয়ে মহান স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নেস্ট প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত ৩০ টি এনএফপিই স্কুলের কেন্দ্রে ২৭ মার্চ তারিখে আলোচনা সভা, দেশাত্মবোধক গান ও আবৃত্তি অনুষ্ঠিত হয়। পটিয়া উপজেলায় ব্র্যাকের সহযোগিতায় পরিচালিত ঘাসফুল ইএসপি ও এনএফপিই স্কুলের শিক্ষার্থীরা মহান স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষ্যে পটিয়া সরকারী কলেজ মাঠে পটিয়া উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লেতে অংশগ্রহন করে।

বীমা দাবী পরিশোধ

ঘাসফুল উপকারভোগী সদস্য ও সদস্যদের নমীনির হাতে সঞ্চয়ের অর্থ তুলে দিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ

ঘাসফুলের সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের উপকারভোগী সদস্য অথবা সদস্যের আইজিএ পরিচালনাকারী ব্যক্তি ঋণ থাকা অবস্থায় মারা গেলে উক্ত সদস্যের অপরিশোধিত ঋণের কিস্তি সমূহ সংস্থার বীমা তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়। গত ৩ মাসে (জানুয়ারী - মার্চ ২০১০) ঘাসফুল মাদারবাড়ী ১ নং শাখার ২ জন, ২ নং শাখার ১ জন, ৩ নং শাখার ৩ জন, ৪ শাখার ১ জন এবং হালিশহর ৫ শাখার ১ জন, ১৫ নং শাখার ১ জন ও ঢাকা শাখার ২ জন, সরকারহাট শাখার ১ জন, পতেঙ্গা শাখার ২ জন, নিয়ামতপুর শাখার ১ জন হাটহাজারী সদর শাখার ২ জন, নওগাঁ সদর শাখার ১ জন সহ মোট ১৮ জন ঘাসফুল উপকারভোগী ও সদস্য মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি -------- রাজিউন)। মৃত ব্যক্তি ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিপরীতে ঘাসফুলের ঋণ স্থিতির পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ৬৫০ টাকা এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৬ শত ৬০ টাকা। ঋণ স্থিতির সমুদয় অর্থ ঘাসফুল বীমা তহবিল হতে পরিশোধ করা হয় এবং তাঁদের সঞ্চয়ের অর্থ সমূহ মনোনীত নমিনী ও সদস্য বরাবর কোন প্রকার প্রত্যাহার ফি ছাড়াই ফেরত দেওয়া হয়।

শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে সরকারী বই বিতরণ *(৮ম পৃষ্ঠার পর)* ঘাসফুল সরকারের সহায়ক শক্তি হিসাবে ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে যা বঞ্চিত হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে সক্ষম হবে। সভায় ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ সহ অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা।

শেষের পাতা

ঘাসফুল বার্তা
বর্ষ ৯, সংখ্যা ১, জানুয়ারী - মার্চ ২০১০

নেস্ট প্রকল্প আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন

সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন শামছুন্নাহার রহমান পরাণ (বামের ছবিতে)
এবং অতিথিদের সাথে পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা (তাদের ছবিতে)

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় পরিচালিত ৩০ টি এনএফপিই কেন্দ্রের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী সভা গত ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১০ তারিখে চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে সম্পন্ন হয়। পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুলের চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা শামছুন্নাহার রহমান পরাণ। এতে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম জেলার সহকারী শিক্ষা অফিসার নাসরিন সুলতানা, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিলকিস আরা বেগম উন্নয়ন সংস্থা ইলমার প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু, ওয়াচের নির্বাহী পরিচালক নুর ই আকবর চৌধুরী। প্রতিযোগিতার ৬ টি ইভেন্টে ১৪৫২ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহন করে এবং ৩০ টি কেন্দ্রে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী ৫৪০ জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। আলোচনা সভা শেষে শিশুদের অংশগ্রহনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সভায় বক্তারা আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন প্রকল্পের আওতাভুক্ত সুবিধাবঞ্চিত ও কর্মজীবি শিশুরা উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি সৃজনশীল কর্মকান্ড ও দক্ষতাবৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনের সুযোগ পাবে যা দেশের সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা, নেস্ট প্রকল্পের সমন্বয়ক বিভূতি ভূষণ দেববর্মণ প্রমুখ।

সরকারী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ঘাসফুল শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব

২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুল হতে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি লাভ করেছে সাবরিনা জান্নাত (তামান্না)। চট্টগ্রাম পশ্চিম মাদারবাড়ী নিবাসী আব্দুল কুদ্দুস ও রিজিয়া বেগমের কনিষ্ঠ কন্যা তামান্না নার্সারী হতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলে অধ্যয়নরত থাকা অবস্থায় পড়ালেখার পাশপাশি আন্তঃস্কুল ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সমূহে সাফল্য লাভ করে। সে ভবিষ্যতে চিকিৎসা শাস্ত্রে অধ্যয়ন করে বড় ডাক্তার হতে আগ্রহী। ঘাসফুল পরিবারের পক্ষ হতে তামান্নার উজ্জল ভবিষ্যত কামনা করছি পাশাপাশি সকলের দোয়া কামনা করছি।

১৮ তম জাতীয় টিকা দিবস ও হাম ক্যাম্পেইন পরিচালিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত ১৮ তম জাতীয় টিকা দিবস গত ১০ জানুয়ারী ২০১০ তারিখে দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সহায়তায় উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের উদ্যোগে সংস্থার কর্মএলাকায় পালিত হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ১৪ নং ওয়ার্ডের স্বদেশ ক্লাব প্রাঙ্গন, পোড়া কলোনী, ২৭ নং ওয়ার্ডে ছোটপোল বেপারীপাড়া, ৩০ নং ওয়ার্ডে সেবক কলোনী ও ২৯ নং ওয়ার্ডের মাদারবাড়ীস্থ ঘাসফুল ক্লিনিকে ০ - ৫ বছর বয়সী ৯২১২ জনকে পোলিও টিকা এবং এবং ১-৫ বছর বয়সী ২৬০৩ জনকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল এবং ১৯৮০ জনকে কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়। পাশাপাশি হাম টিকাদান ক্যাম্পেইন গত ১৪ - ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১০ তারিখ পর্যন্ত চসিক এর সহায়তায় ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে পরিচালিত হয়। এতে ৯ থেকে ৫ বছরের ৪৯০৬ জন শিশুকে হামের টিকা প্রদান করা হয়।

ঘাসফুল এনএফপিই শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে সরকারী বই বিতরণ বিতরণ

শিক্ষার্থীদের হাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে বই তুলে দিচ্ছেন (বাম থেকে) প্রাথমিক থানা শিক্ষা কর্মকর্তা জনাব রিটন কুমার বড়ুয়া, ঘাসফুলের উপপরিচালক মফিজুর রহমান ও স্থানীয় এস কলোনী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্যামলী দাশ প্রমুখ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণের অংশ হিসেবে চসিক আওতাধীন এলাকা সমূহে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের অর্থায়নে পরিচালিত এনএফপিই স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে সরকারী বই বিতরণ কার্যক্রম ৩ ফেব্রুয়ারী ২০১০ তারিখে পূর্ব মাদারবাড়ীস্থ সেবক কলোনী ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুলের উপ পরিচালক মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক থানা শিক্ষা কর্মকর্তা রিটন কুমার বড়ুয়া। এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় এস কলোনী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্যামলী দাশ, সেবক কলোনী উদয় যুব সংঘের সভাপতি মুকেশ দাশ ও সাবেক সভাপতি জগদীশ দাশ। সভায় উপস্থিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ সেবক কলোনীতে পরিচালিত ঘাসফুল এনএফপিই স্কুল ও এস কলোনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনার ক্ষেত্রে বাঁধা, সম্ভাবনা ও সাফল্য সমূহ তুলে ধরেন। সভায় প্রধান অতিথি তাঁর দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্যের মাধ্যমে সরকারের পাশাপাশি এনজিও সমূহ কর্তৃক পরিচালিত এনএফপিই কার্যক্রমের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন অতীতের মত ভবিষ্যতেও (৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজী মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী

সম্পাদক
শামছুন্নাহার রহমান পরাণ

নির্বাহী সম্পাদক
জহিরুল আহসান সুমন

সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
আনজুমান বানু লিমা
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল

প্রকাশনা : ঘাসফুল, ৪৩৮, মেহেদীবাগ রোড, চট্টগ্রাম। ফোন: ২৮৫৮৬১৩, ফ্যাক্স: ২৮৫৮৬২৯, মোবাইল : ০১১৯৯ ৭৪১১৬৬
ই-মেইল : ghashful@ghashful-bd.org ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org